ধোলাইপাড়ে ভাস্কর্য হবেই: ওবায়দুল কাদের

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলাকারীদের চরম মূল্য দিতে হবে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, উপযুক্ত প্রমাণ পেলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। রাজধানীর ধোলাইপাড়ে নির্মাণাধীন ভাস্কর্যের কাজ চলবে। ভাস্কর্য হবেই।

সোমবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৫০০ টাকায় মিলছে বাংলাদেশি সিম, ব্যবহৃত হচ্ছে নানা অপরাধে

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে হাত বাড়ালেই মিলছে বাংলাদেশি বিভিন্ন কোম্পানির সিম। মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে রোহিঙ্গারা পেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি সিম ও নম্বর। পরে ওই নম্বরগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে মাদক ও মানব পাচারসহ নানা অপরাধ কর্মকান্ডে। রোহিঙ্গাদের হাতে থাকা ওইসব নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হোঁচট খেতে হচ্ছে।

পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশি সিম অবৈধভাবে কারা রোহিঙ্গাদের হাতে তুলে দিচ্ছে তা তদন্ত করা হবে। অবৈধ এ কারবারে যারাই জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’

চট্টগ্রাম মেট্রো মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের উপপরিচালক মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান বলেন, ‘সম্প্রতি ইয়াবাসহ গ্রেফতার হওয়া বেশ কয়েকজন

রোহিঙ্গার কাছ থেকে বাংলাদেশি মোবাইল ও সিম জব্দ করা হয়।

তদন্ত করে দেখা যায়, ওই সিম নম্বরটি বাংলাদেশি নাগরিকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা। মোবাইল নম্বর ও সিম জরুরি হলেও অন্যজনের নামে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার কারণে তদন্তে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।’

তিনি দুটি উদাহরণ টেনে বলেন, ‘ইয়াবাসহ গ্রেফতার হওয়া দুজনের কাছ থেকে বাংলাদেশি সিম জব্দ করা হয়। তদন্ত করে দেখা যায়, সিম দুটি বাংলাদেশি একজন নারী ও পুরুষের নামে রেজিস্ট্রেশন করা। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এ দুই নম্বরের বিষয়ে তারা আদৌ জানেন না। রোহিঙ্গাদের হাতে কীভাবে তাদের নামে রেজিস্ট্রেশন করা সিম গেল তা তদন্ত করা হচ্ছে।’

জানা যায়, কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অবৈধ বাংলাদেশি বিভিন্ন কোম্পানির সিম বিক্রি চক্র। এ চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝি, দালাল চক্রের সদস্য এবং বাংলাদেশি কিছু ব্যক্তি। মূলত বাংলাদেশি নাগরিকরাই বিভিন্ন জনের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন করা সিম সংগ্রহ করে।

পরবর্তীতে তা রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দালালদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একেকটি সিম বিক্রি হয় ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে দুই হাজার টাকায়। পরে ওই নম্বর দিয়ে মাদক ও মানব পাচারসহ নানা অপরাধ কর্মকান্ডের যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি, গত দুই মাসে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ কমপক্ষে ২০ রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ইয়াবার পাশাপাশি বাংলাদেশি বিভিন্ন কোম্পানির সিমও জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের দাবি- রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দালাল চক্রের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে তারা সিম সংগ্রহ করেছে। তারা এসব সিমের নম্বর দিয়ে মাদক পরিবহনের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

মাদক পরিবহনের কাজে একটি নম্বর একবারই ব্যবহার করে। মাদক পাচারের সময় একবার নম্বর ব্যবহার করার পর তা নষ্ট করে ফেলা হয়। পরের চালানের জন্য আরেকটা নতুন সিম নেওয়া হয়।

সর্বোচ্চ ১৫ বছরের দণ্ড ও জরিমানা হতে পারে পাপুলের

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল বর্তমানে কুয়েতে মানবপাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের মামলায় গ্রেফতার। মানবপাচার ও মুদ্রাপাচার এবং ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কুয়েতের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে তার। আগামী ২৮ জানুয়ারি পাপুলের বিরুদ্ধে কুয়েতের আদালতে রায় ঘোষণার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে কুয়েতের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অপরাধ অনুযায়ী পাপুলের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছেন। আগামী ২৮ জানুয়ারিই কুয়েতে পাপুলের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। কুয়েত কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ওই দেশটিতে পাপুলের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগ এনেছে।

পাপুলকে কুয়েতের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত ৬ জুন রাতে তাঁর কুয়েতের বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি ওই দেশের কারাগারে আছেন। পাপুলের বিরুদ্ধে মানব ও অর্থপাচার, ঘুষ লেনদেন ও শ্রমিক শোষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। পাপুলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার অভিযোগে কুয়েতের দুই পার্লামেন্ট সদস্য সাদাউন হামাদ ও সালাহ খুরশিদ, জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল শেখ মাজন আল-জারাহসহ মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। পরে চারজনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

উত্তাল ভারত, গায়ে আগুন দিয়ে ৩ কৃষকের আত্মাহুতির চেষ্টা

ভারতের বিতর্কিত নতুন কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে উত্তাল ভারত। তারই জের ধরে উড়িষ্যা রাজ্যে তিন কৃষক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। শুক্রবার উড়িষ্যা বিধানসভার সামনে তারা গায়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলে, সেখানকার নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের বিরত করেন।

ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, উড়িষ্যা বিধানসভায় এখন শীতকালীন অধিবেশন চলছে। অধিবেশনের কারণে ওই এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ছিল গতকাল। বিধানসভার সামনেই কটকের তিন কৃষক গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিষয়টি আন্দাজ করতে পেরে নিরাপত্তকমীরা দৌড়ে এসে তাদের বিরত করেন।

ওই তিন কৃষক পুলিশকে জানিয়েছেন, বিতর্কিত কৃষি আইন ও অথাগড় জেলা সমবায় ব্যাংকের ঋণের অনিয়মের অভিযোগে তারা এই ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সমবায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় কৃষকরা প্রশাসনের নজরে আনতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ভারতজুড়ে কৃষকদের বিক্ষোভ এবং বিরোধী দলগুলোর অনুরোধ উপেক্ষা করে গত ২৭ সেপ্টেম্বর কৃষি সংস্কার সংক্রান্ত বিতর্কিত তিনটি বিল পাস হয়। এরপর থেকে কৃষি আইনটি বাতিলের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছেন দেশটির কৃষকরা।

বিতর্কিত এই আইনটি ঘিরে পাঞ্জাব, হরিয়ানাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

পরমাণু বিজ্ঞানী হত্যা প্রভাব ফেলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কে

ইরানের জ্যৈষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদে রাজধানী তেহরানের কাছে আততায়ীর আক্রমণে মারা গেছেন। আততায়ীরা প্রথমে তার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং তার পর তাকে গুলি করে। ফখরিযাদে “ইরানে বোমার জনক” হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে দেবে। পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

মোহসিন ফখরিযাদের হত্যাকারী কে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ইরানের অভিযোগের তীরটি ইসরায়েলের দিকেই। আর ইরানের ওপর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের চাপ প্রয়োগের জোর সমর্থক ইসরায়েল। ইরানের সঙ্গে বারাক ওবামা প্রশাসনের করা পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে দেশটির ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প।

চলতি নভেম্বরেও তিনি ইরানের ওপর হামলা চালানোর কথা ভেবেছিলেন বলেও শোনা গেছে। এদিকে বিজ্ঞানী হত্যার পেছনে ইসরায়েলের হাত থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ২০১৫ সালে ইরানের পরমাণু সক্ষমতা অর্জনের পরিধি সীমিতকরণ সংক্রান্ত চুক্তিতে ফেরার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানী হত্যার ঘটনা তাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইরান এরই মধ্যে তাদের শীর্ষ বিজ্ঞানীকে হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির থিংকট্যাঙ্ক কুইন্সি ইন্সটিটিউটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পারসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার আলোচনা শুরুর আগেই ইরান ইসরায়েল কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে বিপক্ষে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে।

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আরও দু’জনের মৃত্যু

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিনজনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রোগী ভর্তি হয়েছেন ১৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন এবং ঢাকার বাইরে রয়েছেন ৭ জন রোগী।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ১০৫ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে এ পর্যন্ত বাড়ি ফিরেছেন এক হাজার ১৭ জন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন ৮২ জন। লতি নভেম্বরে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ৪৭৮ জন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধা

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার মরদেহ নেওয়া হয়েছে রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তার মরদেহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নেওয়া হয়।

সেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকেরকে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

দেশের শিল্প-সাংস্কৃতি ও নাট্যাঙ্গনের বিশিষ্টজনরা আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন সেখানে।

৭৬ বছরে শেষ শুক্রবার সকালে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আলী যাকের। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী নাট্যজন সারা যাকের, ছেলে নাট্যাভিনেতা ইরেশ যাকের, মেয়ে রেডিও উপস্থাপক শ্রিয়া সর্বজায়াসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত-অনুরাগীকে।

প্রায় চার বছর ধরে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছেন আলী যাকের। সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ১৫ নভেম্বর তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার সিসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

খুনের ঘটনা চাপা দিতেই রেললাইনে লাশ, দু’ মাসে ২৫ মরদেহ উদ্ধার অনলাইন ডেস্ক
Currently 1.00/512345
গড় রেটিং: 1.0/5 (1 টি ভোট গৃহিত হয়েছে)

খুনের ঘটনা চাপা দিতেই রেললাইনে লাশ, দু’ মাসে ২৫ মরদেহ উদ্ধার প্রতীকী ছবি

গত দু’ মাসে শুধু পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে মিলেছে ২৫টি মরদেহ। রেললাইন ও এর আশপাশে মিলছে এসব লাশ। আবার বেশিরভাগ লাশই রেলের কাটার কারণে ক্ষত-বিক্ষত।

পথচারীদের অসচেতনতার কারণেই রেলে কাটার ঘটনা বাড়ছে বলে শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করলেও ট্রেন পরিচালনার সঙ্গে জড়িতরা বলছেন ভিন্ন কথা।

করোনা সংক্রমণের অচলাবস্থা কাটিয়ে সেপ্টেম্বর থেকে পুরোদমে শুরু হয় রেল চলাচল। তাতেই উঠে আসছে রেললাইন কেন্দ্রিক মরদেহ পাওয়ার ভয়াবহ তথ্য। ওই মাসেই বিভিন্ন রুটে ৯টি মরদেহ পাওয়া গেলেও তার পরের মাস অর্থাৎ অক্টোবরে পাওয়া গেছে ১৬টি মরদেহ। পূর্বাঞ্চল বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার সাদেকুর রহমান বলেন, ‘আমরা যে তথ্যগুলো পাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ তদন্ততাধীন, আমাদের জিআরপি পুলিশ তারা তদন্ত করেন। তো এখানে যদি অন্য কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তারা তদন্ত করে ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন।’

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের গার্ড আবদুল্লাহ আল আমিন শামীম বলেন, ‘রেললাইনে কাটা পড়লে হয়তো তদন্তের বাইরে থাকবে সে বা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে সে। এ কারণে বাইরে থেকে এনে রেললাইনেও ফেলে রাখতে পারে।’

পথচারীদের অসচেতনতার পাশাপাশি রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোবাইলে কথা বলার কারণে রেলের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছেন রেলওয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের মহা-ব্যবস্থাপক সরদার সাহাদাত আলী বলেন, ‘মোবাইল নিয়ে রেললাইনে হাঁটতে থাকে তখন আর ওইদিকে খেয়াল থাকে না এ কারণেই কিন্তু রেললাইনে কাটা পড়ার সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়ে গেছে।’

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের পুলিশ সুপার নওরোজ হাসান তালুকদার, ‘মাঠে-প্রান্তরে যে জায়গাগুলো সেখানে কে কখন রেললাইন পার হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো তো আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না।’

একমাত্র রেললাইনে নিচে কাটা পড়ে মারা যাওয়া ঘটনার তেমন অনুসন্ধান হয় না। ফলে রেললাইনে লাশ ফেলে দিয়ে রেলে কাটা পড়া বলে চালিয়ে দেওয়ার হার বাড়ছে বলে মনে করছেন রেল পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টরা।

রেলওয়ের গার্ড শহীদুল ইসলাম রাশু বলেন, ‘বাইরে কোন ঘটনা ঘটছে হয়তো সেই লাশগুলো রেললাইনের পাশে এসে ফেললে সেটা সন্দেহের বাইরে থাকতে পারে। সে কারণে হয়তো এখানে এনে ফেলে রাখতে পারে।’

রেলওয়ের গার্ড ইমরুল কায়েস বলেন, ‘রেললাইনে যারা মাদক গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া হয়ে থাকলে সেটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অনেক সময় খুন করে রেললাইনে ফেলে রেখে যায়।’

গত দু’ মাসে রেল লাইনে পাওয়া লাশগুলোর মধ্যে তরুণের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। ৬ জন রয়েছেন ষাটোর্ধ বৃদ্ধ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে ম্যারাডোনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন: প্রধানমন্ত্রী

ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার রাতে পাঠানো এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং যুগে যুগে তার ক্রীড়া নৈপুণ্য ভবিষ্যৎ ফুটবল খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী এই ফুটবল মহানায়কের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

না ফেরার দেশে ম্যারাডোনা

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা আর নেই। আজ (বুধবার) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার নিজ বাসায় মারা যান তিনি। খবরটি নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ

ছিলেন ৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী এ কিংবদন্তি।

মৃত্যুকালে ম্যারাডোনার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। গত মাসে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছিলেন ম্যারাডোনা। বুয়েনস এইরেসের হাসপাতালে তার মস্তিষ্কে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত অপসারণ করা হয়েছিল। তখন মাদকাসক্তি নিয়ে ভীষণ সমস্যায় ভুগেছেন ম্যারাডোনা। বিস্তারিত আসছে …